কোটচাঁদপুরে ৫৩তম জাতীয় সমবায় দিবস পালনে প্রস্তুতি সভা

কোটচাঁদপুরে ৫৩ তম জাতীয় সমবায় দিবস পালনে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার (২১ অক্টোবর) সকালে উপজেলা সমবায় কর্মকর্তার কার্যালয়ে এ সভা করা হয়।

এ সভায় সভাপতিত্ব করেন, কোটচাঁদপুর উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) শ.ম রাশিদুল আলম।

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা সমবায় অফিসের অডিট কর্মকর্তা তহমিনা আকতার, কোটচাঁদপুর ধানসিঁড়ি সমবায় সমিতির সভাপতি সুব্রত কুমার, রুপসী বাংলা সঞ্চয় ও ঋণদান সমিতির সভাপতি শহিদুল ইসলাম, দুতিয়ার কুঠি মৎস্য সমবায় সমিতির সভাপতি পতিত পাবন, ফেন্ডস সঞ্চয় ও ঋণদান সমিতির সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেন,ঊষা সঞ্চয় ও ঋণদান সমিতির সদস্য সোহেল রানা, কোটচাঁদপুর কুম্ভোকর সমবায় সমিতির লিমিটেড সভাপতি গোবিন্দ পাল, শাপলা সঞ্চয় ও ঋণদান সমিতির সভাপতি রমজান আলী।

সভায় আগামী ২ নভেম্বর ৫৩ তম জাতীয় সমবায় দিবস পালনে করনীয় নিয়ে প্রস্তুতি সভা করা হয়।

কোটচাঁদপুরে ৫ ম শ্রেনীর ছাত্রী ধর্ষন অভিযোগ

কোটচাঁদপুরে ৫ম শ্রেনীর ছাত্রী ধর্ষনের অভিযোগে থানায় এজাহার দায়ের করেছেন ওই ছাত্রীর মা। আজ শনিবার (১২ অক্টোবর) সকালে এজাহার করেন তিনি। পুলিশ ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ কুদু মিয়া নামে একজন আটক করেছেন।

ভুক্তভোগীর মা বলেন, গেল ৯ অক্টোবর দুপুর ২ টার সময় আমার মেয়ে একা ঘরে শুয়ে ছিল। এ সময় পাশের বাড়ির মোহাম্মদ কুদু মিয়া (২৩)

ঘরে যান। এরপর তাঁর হাত ও মুখ বেঁধে তাঁকে ধর্ষন করেন। এ ঘটনার পর আমার মেয়ে আমাকে বিস্তারিত বলেন। বিষয়টি নিয়ে তাঁরা আমাকে মিমাংসার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। এ কারনে থানায় এসে আইনের সহায়তা নেয়া সম্ভব হয়নি। কুদু মিয়া কোটচাঁদপুরের সাবদারপুর হঠাৎ পাড়ার হাসু মিয়ার ছেলে।

এদিকে পুলিশ এজাহার পাওয়ার পর অভিযানে যান কুদু মিয়াকে আটকের। ওই অভিযানে পুলিশ তাঁকে আটক করতে সক্ষম হয়েছেন বলে জানিয়েছেন কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সৈয়দ আল মামুন।

তিনি বলেন, ভুক্তভোগীর এজাহার হাতে পাওয়ার পর কুদু ধরতে অভিযান চালানো হয়। এরপর তাঁকে সাবদারপুরের তাঁর নিজ বাড়ি থেকে আটক করা হয়। এ ছাড়া ভিকটিমকে ডাক্তারি পরিক্ষার জন্য পুলিশ হেফাজতে নেয়া হয়েছে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছিল।

কোটচাঁদপুরে প্রতিবন্ধী জহুরাকে হুইল চেয়ার ও চেক প্রদান

প্রতিবন্ধী জহুরাকে হুইল চেয়ার ও চেক তুলে দিলেন কোটচাঁদপুরের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে তাঁকে এ সব দেয়া হয়।

সম্প্রতি প্রতিবন্ধী জহুরাকে নিয়ে বেশ কিছু পত্রিকা ও অনলাইন পোটালে সংবাদ প্রকাশিত হয়। তুলে ধরা হয় তাঁর জীবন জীবিকা ও তাঁর বাস্তব ছবি।

সংবাদটি দৃষ্টি গোচর হয় কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মের ওই সময় তিনি জহুরার সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

এরপেক্ষিতে আজ বৃহস্পতিবার সকালে জহুরাকে হুইল চেয়ার ও তাঁর বাসস্থান তৈরিতে চেক দেন তিনি। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) জান্নাতুল মাওয়া, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা

শিলা বেগম, শিক্ষা কর্মকর্তা সাকি সালাম।

কোটচাঁদপুরে পিকাপভ্যানের ধাক্কায় মটরসাইকেল আরোহী নিহত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে পিকাপভ্যানের ধাক্কায় ইমন হোসেন (১৯) নামের এক মটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। আহত হয়ে হাসপাতালের শয্যায় মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন উচ্ছাস বিশ্বাস নামের আরেক আরোহী। গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় কোটচাঁদপুর – কালিগঞ্জ সড়কের বিস্কুট ফ্যাক্টরির সামনে এ দূর্ঘটনা ঘটে।

ইমনের চাচাত ভাই আব্দুল্লা বলেন, ইমন আর উচ্ছাস মামাত ফুফাত ভাই। গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় মটরসাইকেল নিয়ে ওই দুই জন বেড়াতে বের হয়। বাড়ি ফেরার পথে কোটচাঁদপুর-কালীগঞ্জ সড়কের বিস্কুট ফ্যাক্টরীর সামনে, তারা পৌছালে পিছন থেকে পিকাপ ভ্যান সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে করে গুরুতর আহত হয় ওই দুই জন।

তাদেরকে উদ্ধার করে প্রথমে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পরে যশোর নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর রাতেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় যশোর হাসপাতালে মারা যায় ইমন হোসেন (১৯)। সে কোটচাঁদপুর পৌরসভার কাশিপুর এলাকার আব্দুর রশিদের ছেলে। ইমন কাশিপুর কলেজের একাদশ শ্রেনীর ছাত্র ছিলেন। এ ছাড়া সে ওয়ার্ড ছাত্র দলের সভাপতি ছিলেন বলে দলীয় সুত্রে জানা গেছে।

অন্যদিকে উচ্ছাসকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা নিয়ে তাঁর স্বজনরা। তাঁর অবস্থায় আশংকাজনক। বর্তমানে সে হাসপাতালের শয্যায় শুয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। উচ্ছাস যশোরের চৌগাছা থানার স্বরুপ দহ গ্রামের শওকত আলী ছেলে। সে বিদেশ প্রবাসী ছিলেন। এদিকে ইমনের মৃত্যুতে শোকের মাতম চলছে ওই পরিবারে। শোক বইছে কলেজের সহপাঠীদের মধ্যে ও।

কোটচাঁদপুর থানার ডিউটিরত উপপরিদর্শক (এসআই) শাহ মোহাম্মদ আজিজ

বলেন, আমি ডিউটিতে আসার পর থেকে এখনো পর্যন্ত কেউ কোন অভিযোগ বা জিডি করে নাই।

কোটচাঁদপুরে বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালিত

শিক্ষায় নতুন সামাজিক অঙ্গীকার এ প্রতিপাদ্য কোটচাঁদপুরে বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালিত হয়েছে। দিবসটি পালনে শনিবার সকালে র্যালি ও আলোচনা সভা করেন শিক্ষকরা।

কোটচাঁদপুর উপজেলা অফিসার্স ক্লাবে এ আলোচনা করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন,সহকারী কমিশনার ভূমি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) জান্নাতুল মাওয়া।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, উপজেলা একাডেমিক সুপার ভাইজার ফারুক আহাম্মেদ।

এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার সঞ্চয় কুমার, উপজেলা আথমিক শিক্ষা অফিসার সাকি সালাম, কোটচাঁদপুর পৌর মহিলা কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শহিদুল ইসলাম, কোটচাঁদপুর সরকারী মডেল পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মফিজুর রহমান, শেখ মোজাফফর হোসেন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মশিযার রহমান,বড় কামনসহ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক বাবুল হোসেন।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন শেরখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক কবীর হোসেন। এর আগে উপজেলা চত্বর থেকে একটি র্যালি বের হয়। পরে র্যালিটি বিশেষ বিশেষ সড়ক প্রদক্ষিন করেন।

কোটচাঁদপুরে আদম দালাল ইব্রাহিম ও ইসমাইলের বিচার চেয়ে সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে আদম দালাল ইব্রাহিম ও ইসমাইলের বিচার চেয়ে ভুক্তভোগী পরিবার সংবাদ সম্মেলন করেছে।

আজ শনিবার (৫ সেপ্টেম্বর) বেলা ১২ টার সময় কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রেসক্লাব মিলনায়তন এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত অভিযোগ পাঠ করে শোনান সৌদি আরব গিয়ে প্রতারণার স্বীকার মোঃ শরিফুল ইসলাম শরিফ পিতা মৃত দাউদ হোসেন। তিনি বলেন মোঃ রইফুল ইসলাম পিতা মৃত আবু তাহের, মোঃ শরিফুল ইসলাম পিতা মৃত আবু তাহের আমরা সকলেই চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার শ্যামপুর গ্রামের স্থানীয় বাসিন্দা গ্রামের সহজ সরল মানুষ। একই গ্রামের সৌদি প্রবাসী আমার আপন চাচাতো ভাই মোঃ ইব্রাহিম ওরফে পিন্টু পিতা মৃত সামছদ্দীন প্রবাসে থাকেন। সেই সুত্রে তার ছোট ভাই প্রভাবশালী আওয়ামীলীগ নেতা মোঃ ইসমাইল হোসেন ওরফে বাবু, গ্রাম শ্যামপুর, শ্বশুর শাহাদত, পিতা অজ্ঞাত শ্যালক আল আমিন পিতা শাহাদত একই থানার বেগমপুর গ্রামের বাসিন্দা। স্থানীয় এই চক্র আমাদের অধিক বেতনের প্রলোভন দেখিয়ে সৌদি আরব নিয়ে যায়। সাধারণ মানুষের সরলতার সুযোগ নিয়ে সুচতুর সৌদি আরব প্রবাসী ইব্রাহিম তার আপন ভাই আওয়ামী লীগ নেতা ইসমাইল ওরফে বাবু সহ ঘনিষ্ঠ লোকজন তৎকালীন সময় দলীয় প্রভাব খাটিয়ে প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে ক্ষমতার দাপটে প্রতারণা করে বিদেশে পাচার করতেন। ভয়ে প্রতিকার চাইতে পারিনি কেউ।

আমাদের ভুক্তভোগী পরিবার গুলোর বাড়িতে এসে সু কৌশলে বিভিন্ন সময় বুঝাতো এরা। বলতো দেশে ইনকাম করে ভালো ভাবে বসবাস করা সম্ভব না। কয়েক বছর সৌদি আরব দেশে কাজ করে আসলে জীবনে আর কিছু করতে হবে না। সারাজীবন সুখের সাথে স্ত্রী ছেলে মেয়ে নিয়ে বসবাস করতে পারবে। এভাবেই সুখের সন্ধান দিয়ে অধিক বেতনের প্রলোভন দেখিয়ে আমাদের পরিবার কে রাজি করায়। তাদের এই সুচতুরতা না বুঝে সরল বিশ্বাসে আমরা আমাদের পরিবার কে স্বাবলম্বী করতে বিভিন্ন স্থান থেকে ঋণের টাকা নিয়ে এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে সহায় সম্বল সবকিছু

বিক্রি করে ২০২৩ সালের নভেম্ববর মাসে জনপ্রতি সাড়ে ছয় সাত ও আট লক্ষ টাকা করে নিয়ে জাল জালিয়াতি করে সৌদি আরব দেশে পাঠিয়ে দেয়। সৌদি বিমানবন্দর পৌঁছে যাওয়ার পর ইব্রাহিম আমাদের নিয়ে যায়।আমাদের নিকট থেকে পাসপোর্ট নিয়ে একটি ঘরে আটকে রাখে।আটকে রেখে কাগজ পত্র ঠিক করে কাজ দিবে বলে আশ্বস্ত করে। এভাবেই কাগজ পত্রের কাজ চলমান আছে হাতে পেলেই কাজে যোগদান করানো হবে বলে ইব্রাহিম জানান। দিন যায় মাস যায় আর কতোদিন কাজ বাদে এই গুপ্ত ঘরে আটক থাকবো জানতে চাইলে বলেন সময় লাগবে আরও কাগজ পত্র ঠিক করতে।বাড়ি ফোন দিয়ে বলো খাওয়ার টাকা পাঠাতে বিকাশ নম্বরে। এভাবেই আটকে রেখে দেশ থেকে বিকাশ নম্বর টাকা পাঠিয়ে দিয়েও আমাদের মুক্তি না দিয়ে কাগজ পত্র ঠিক ঠাক করার অজুহাতে দিনের পর দিন মানসিক নির্যাতন চালানো হয়।বাড়ি থেকে টাকা পাঠিয়ে দিয়েও দেওয়া হতো না খাবার। যখনই খাবারের টাকার প্রয়োজন হতো বাসায় ফোন দিতে দেওয়া হতো। বিদেশের মাটিতে কে শুনবে আমাদের কান্নাকাটি। ইব্রাহিম এবার কৌশল করে প্রবাসী সহযোগীদের মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় চুরি করে কাজ করিয়ে আবার গুপ্ত ঘরে নিয়ে আটকে রাখতো সৌদি প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে।কাজের টাকা উঠিয়ে নিয়ে নিতো ইব্রাহিম। এভাবেই প্রায় ১১ মাস ধরে আটকে রেখে চলতে থাকে লুকোচুরি খেলা। আর কত টাকা খাওয়ার জন্য পাঠাবে দেশ থেকে এবং আমরা কিভাবে দেবো ঋণের টাকা কিভাবে দুমুঠো ভাত তুলে দেবো পরিবারের মুখে।প্রতারনার মাধ্যমে কাগজ পত্র জাল জালিয়াতি করে সৌদি আরব নেওয়ায় আমাদের বৈধ কোন কাগজ পত্র করে না দিয়ে প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে কাজ করিয়ে কোন বেতন না দিয়ে আবার গুপ্ত ঘরে আটকে রাখতো।এভাবে লুকোচুরি খেলা ১১টি মাস করে চলতে থাকে ইব্রাহিম।জাল কাগজ পত্রের কারনে চলতি বছরের সেপ্টেম্বর ১৮ তারিখে সৌদি প্রশাসন আমাদের আটক করে। সেই দেশের জেল হাজতে নিয়ে যায়। ৯ দিন জেল খাটার পর চলতি বছরের ২৬ সেপ্টেম্বর সৌদি সরকার বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়। এভাবে এই প্রতারক পাচারকারী চক্র প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে সৌদি আরব পাঠিয়ে আমাদের পথে বসিয়ে দিয়েছে। কিভাবে মানুষের নিকট থেকে সুদে নেওয়া টাকা সহ এনজিওর টাকা পরিশোধ করবো। আমাদের পরিবার নিয়ে কোথায় যাবো পাওনাদাররা এসে টাকা চাচ্ছে। ইব্রাহিম ও ইসমাঈল সহ তাদের নিকট প্রতারণা করে নেওয়া টাকা ফেরত চাইলে প্রাণনাশের হুমকি ধামকি দিয়ে বলছে কেস মামলা করে কি করবি। টাকা তোদের দেবো না।

এই প্রতারক মানবপাচারকারীদের দৃষ্টান্ত মুলক বিচার চাই বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নিকট। সেই সাথে দোষীদের

বিচারের আওতায় আনতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আপনাদের মাধ্যমে।

কোটচাঁদপুরে জামায়াতের সাথে সাংবাদিকদের মতবিনিময় সভা

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলায় কর্মরত সাংবাদিকদের সঙ্গে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ শনিবার (৫অক্টোবর) সকাল ১১ টার সময় কোটচাঁদপুর উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আয়োজনে শহরের দুধসারা রোডে আল ফালাহ ইসলামি সেন্টার ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর উপজেলা কার্যালয়ে উপজেলা জামায়াতের আমীর মোঃ আজিজুর রহমান মাস্টারের সভাপতিত্বে উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি প্রফেসর মোঃ শরিফুল ইসলাম এর পরিচালনায় জামায়াতের মিডিয়া সম্পাদক মোঃ শাহাবুদ্দিন খান এর সঞ্চালনায় এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।
এসময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর মহেশপুর ঝিনাইদহ ৩ আসন থেকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ঝিনাইদহ জেলা নয়েবে আমির অধ্যাপক মোঃ মতিয়ার রহমান।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা জামায়াতের আমীর আজিজুর রহমান।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক মোঃ মতিয়ার রহমান বলেন আপনারা সাংবাদিক জাতির দর্পণ। বিগত সৈরশাসন আমলে আপনাদের কন্ঠরোধ করা হয়েছে। সত্য তুলে ধরলেই সাংবাদিকদের নামে মিথ্যা মামলা দায়ের সহ খুন গুম করা হয়েছে। এখন থেকে আপনারা সত্যটা তুলে ধরবেন আপনাদের সাথে আমরা আছি। আপনাদের সাথেই থেকে সমাজ থেকে মাদক চাঁদাবাজ সন্ত্রাসী দূর্নীতিবাজদের মুখোশ উন্মোচন করে তাদের কে উৎখাত করা হবে। আপনারা আমাদের সাথে থাকলে সঠিক সংবাদ পরিবেশন করা হলে সমাজ থেকে সকল দুর্নীতি বন্ধ করা সম্ভব হবে বলে মনে করি।
এসময় উপস্থিত ছিলেন সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ মোয়াবিয়া হোসাইন, উপজেলা বায়তুলমাল সম্পাদক মোঃ রেজাউল ইসলাম সহ কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রেস ক্লাবের সাংবাদিক বৃন্দ।

কোটচাঁদপুরে গ্রীন হসপিটাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারের শুভ উদ্ভোধন

মানুষকে স্বাস্থ্য সেবা দিতে কোটচাঁদপুরে পথ চলা শুরু করলেন গ্রীন হসপিটাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার। আজ শুক্রবার তারিখে দোয়ার মধ্যদিয়ে স্থানীয় বলুহর স্ট্যান্ডে শুভ উদ্ভোধন হয়েছে প্রতিষ্ঠানটির।

জানা যায়, গ্রীন হসপিটাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার একটি সেবা মূলক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি মানুষের স্বাস্থ্য সেবা দিতে শুক্রবার সকালে কোটচাঁদপুর – কালীগঞ্জ মহাসড়কের পাশে বলুহর স্ট্যান্ডে আনুষ্ঠানিক ভাবে পথ চলা শুরু করেছেন।

ফিতে কেটে ও দোয়া অনুষ্ঠানে মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠানটি উদ্ভোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ঝিনাইদহ জেলা নয়েবে আমির অধ্যাপক মোঃ মতিয়ার রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা জামায়াতের আমীর আজিজুর রহমান, সাবেক উপজেলা জামায়াতের আমীর ও চেয়ারম্যান তাজুল ইসলাম, মহেশপুর উপজেলা জামায়াতের আমীর অধ্যাপক মোঃ ফারুক আহমেদ, ঝিনাইদহ জেলা ছাত্র শিবিরের সভাপতি সাবেক ওমর ফরুক।

অনুষ্ঠানে কোরআন তেলাওয়াত করেন হাফেজ মোঃ আবু সাঈদ। অতিথিবৃন্দরা প্রতিষ্ঠানটির পথ চলায় শুভ কামনা করেন। সাথে সাথে সার্বিক সহযোগিতারও আশ্বাস দেন তারা।

কোটচাঁদপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মানববন্ধন

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের যোগ্যতা ও ন্যায্যতার আলোকে ১০ম গ্রেড এবং প্রধান শিক্ষকদের ৯ম গ্রেডে বেতন নির্ধারণের দাবিতে মানবন্ধন পালন করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) বিকেলে শহরের উপজেলা পরিষদ চত্বরে এ মানববন্ধন করে উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষকারা। মানববন্ধন শেষে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

সহকারী শিক্ষক দশম ১০ গ্রেড বাস্তবায়ন সমন্বয় পরিষদের সদস্য রুদ্রপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মশিউর রহমান সজলের পরিচালনায় মানববন্ধনে বক্তব্যে রাখেন নওদাগ্রাম কাশিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক কামরুজ্জামান কচি, মানিকদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক খোন্দকার হাসানুজ্জামান, বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক বাবুল আক্তার টোকন, গুড়পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মাহফুজ, বলরামনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক কামরুজ্জামান, বলরামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মোজাম্মেল হক শাহীন, তালসার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তবিবুর রহমান, শ্রীরামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শওকত আলী মিঠু, রামচন্দ্রপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সাবানা খাতুন প্রমুখ।এ সময় বক্তারা বলেন, ২০০৯ সাল থেকে আটকে থাকা সহকারী শিক্ষক থেকে প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি দ্রুত বাস্তবায়নসহ সহকারী শিক্ষক এন্ট্রিপদ ধরে পরিচালক পর্যন্ত যোগ্যতার ভিত্তিতে শতভাগ পদোন্নতি দিতে হবে। এছাড়া ৮ম পে স্কেলে টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড পুনর্বহাল, প্রতি তিন বছর পর পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে শ্রান্তি বিনোদন ভাতা, মাসিক সমন্বয় সভায় সহকারী শিক্ষক প্রতিনিধির উপস্থিত নিশ্চিতসহ মোট ১৪টি দাবি তুলে ধরেন তারা।

ঘন্টাব্যাপি এ মানববন্ধনে উপজেলার ৭৪ টা প্রাথমিক শিক্ষক, শিক্ষার অংশগ্রহণ করেন।

কোটচাঁদপুরে পরিত্যক্ত ভবনে বসবাস উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তর

১৬ মাস হল পরিত্যক্ত ঘোষনা করা হয়েছে কোটচাদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বাসভবন। এরপরও ওই পরিত্যক্ত ভবনেই বসবাস করছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে। কোন দূর্ঘটনার দায় দায়িত্ব নিতে চান না উপজেলা প্রকৌশলী সিদ্ধার্থ কুমার কুন্ডু।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়,গেল ১৯৮০ সালে ১ লা আগষ্ট কোটচাঁদপুর উপজেলার শুভ উদ্বোধন করেন সাবেক শিক্ষা মন্ত্রী ডঃ আবদুল মজিদ খান। ওই সময়ই নির্মিত হয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বাস ভবনটিও এমনটাই জানা গেছে। সেই থেকেই ভবনটিতে বসবাস করে আসছিলেন উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তারা। ৪৩ বছর পর জেলা প্রশাসক কার্যালয় ঝিনাইদহের স্মারক নং-১৯৪; তারিখ: ১৬ মার্চ ২০২৩ ইউএনও ভবনটি পরিত্যক্ত ঘোষণার জন্য চিঠি দেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরে।

এরপর গেল ৩০ মে ২০২৩ সালে ভবনটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। নির্দেশ দেয়া হয় সকল বিধি-বিধান পরিপত্র/সার্কুলার যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক নিলামে বিক্রয়ের। দীর্ঘ ১৬ মাস পার হয়ে গেলেও নিলাম করা হয়নি ভবনটি। এদিকে ঝুঁকিপূর্ন পরিত্যক্ত ওই ভবনেটিতে বসবাস করছেন বর্তমান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রকৌশলী সিদ্ধার্থ কুমার কুন্ডু বলেন, ভবনে বসবাস করার জন্য একটা রেজুলেশন করা আছে আমি দেখছিলাম। তবে ওই রেজুলেশনটি করা আমি আসার আগে। আর ভবনটি কনডেম করা আছে এটাও আমি জানি। বিষয়টি নিয়ে ওনার সাথে আলোচনাও হয়েছে, কিভাবে কি করা যায়। ওনি আমাকে বলেছেন,ভবনের অবস্থা মোটামুটি ভালো আছে। কিছু সার্ভেসিং করিয়ে বসবাস করছেন বলে আমাকে বলেন।

তিনি বলেন,যেহেতু ভবনটি কনডেম ঘোষনা করা হয়েছে, সেহেতু ওনার ওই ভবনে থাকাটা নিরাপদ নয়। তারপরও ওনি স্বেচ্ছায় ভবনটিতে থাকছেন। হঠাৎ যদি ওই ভবনে কোন দূর্ঘটনা ঘটে যায়,তাঁর দায়ভার আমার না

নেয়া উচিত। এরপরও উপজেলা প্রকৌশলী হিসেবে আমি দায় এড়াতে পারি না।

এ অবস্থায় আপনি কোন ব্যবস্থা নিবেন কিনা,এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, আসলে ওনারা প্রশাসনের লোক। ওনার তো একটা নিরাপদ জায়গারও দরকার আছে। আর নতুন ভবনের বরাদ্ধ আসা না আসা নিয়ে কোন নির্দেশনা আমার কাছে নাই। এরপরও আমি বিষয়টি নিয়ে উপজেলা নির্বাহী মহাদয়ের সঙ্গে আলাপ করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়া হবে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে বলেন,ইউএনও ভবনটি কনডেম ঘোষনা করা হয়েছে। তবে আমি কোন ঝুঁকি মনে করছি না। আর মরে গেলে তো আমিই মারা যাব। এটাতে তো কারোর কোন সমস্যা নাই।

তিনি বলেন,কনডেম করা ভবনে কোন পে করা লাগে না। এরপরও কিছু টাকা পে করেই আমি ওই ভবনে বসবাস করে আসছি। এ ছাড়া ভবনে থাকার জন্য একটা রেজুলেশন করা আছে। তিনি আরো বলেন,ভবনটি ভাল আছে। তারপরও আগের ইউএনও কনডেম করে গেছেন। কি কারনে করেছেন আমার জানা নাই। উছেন মে বলেন,ভবনটি কনডেম করে ওনি বাইরে বাসা নিয়ে থাকতেন। ওই ভাবে থাকাটা আমার জন্য একটা বিব্রতকর। আর নির্বাচনের কারনে নিলাম প্রক্রিয়া করা হয়নি। তবে খুব দ্রুত এ প্রক্রিয়া করা হবে।